ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৬০ ● কলকাতা ● ০২ আশ্বিন, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

জওয়ান ছবির আয় ছাড়াল ৯০০ কোটি

পৃঃ ৫

নেইমারের অভিষেকের দিনে গোল উৎসব আল-হিলালের

পৃঃ ৬

হিন্দুদের আক্রমণের পাশাপাশি

খলিস্তানপন্থী শিখদের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন পান্নুন

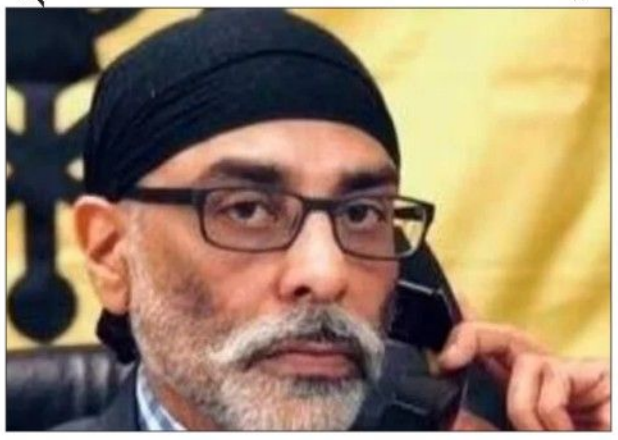

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইন্দো-কানাডিয়ান হিন্দুরা কানাডার নীতি ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্য দেখায় না। তাই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত তাদের। একটি ভিডিও রেকর্ড করে হিন্দুদের হুমকি দিলেন খলিস্তানি জঙ্গি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুন। নিষিদ্ধ সংগঠন শিখস ফর জাস্টিস সংস্থার অন্যতম প্রধান নেতা তিনি।প্রসঙ্গত, হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যা প্রসঙ্গে খলিস্তানিদের দাবিতে সায় দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো । সেদেশের খলিস্তানিদের অভিযোগে কার্যত সিলমোহর দিয়ে কানাডায় নিযুক্ত এক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কূটনীতিককে নির্বাসিত করেছে ট্রুডোর মন্ত্রীসভা। সোমবারই ট্রুডো জানিয়েছিলেন, কানাডার নাগরিক খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের নেপথ্যে ভারতীয়দের হাত থাকতে পারে বলেই তদন্তকারীদের অনুমান। এর পরেই কানাডার সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সংঘাত চরমে উঠেছে। তার মধ্যেই প্রকাশ্যে এই বিতর্কিত ভিডিও। খলিস্তানি জঙ্গি নেতা খুনের ঘটনায় তলানিতে এসে ঠেকেছে ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই প্রকাশ্যে এল এই জঙ্গির নতুন ভিডিও।

এরপর ৩ পাতায়

সংবিধান থেকে উধাও 'সেকুলার' ও 'সোশালিস্ট',

কেন্দ্রের বিরোধিতায় সরব কংগ্রেস

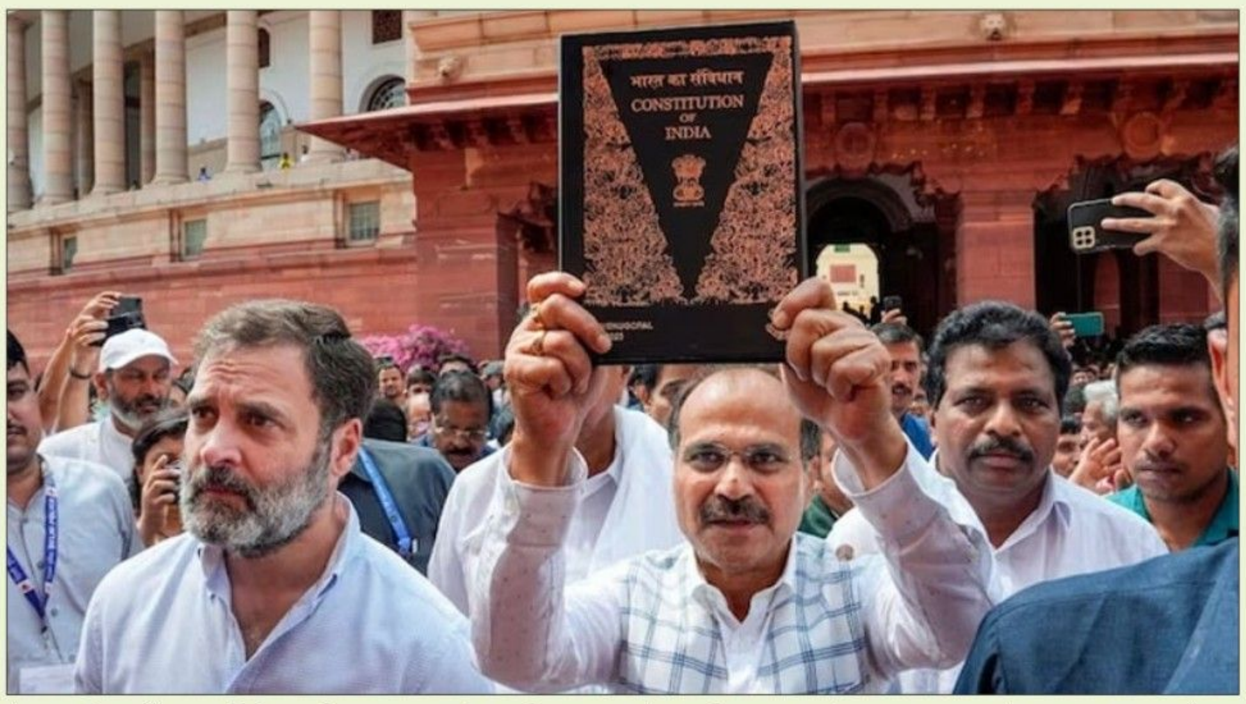

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সংবিধানের শব্দ বদলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী জানান, সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে 'সেকুলার' ও 'সোশালিস্ট' শব্দ দুটি মুছে ফেলা হয়েছে। সেই সংবিধানের কপিই তুলে দেওয়া হয়েছে সাংসদদের হাতে।অভিযোগের ঝড় ওঠার পরে সাফাই দিয়েছে কেন্দ্রও। আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেন, 'প্রথমে সংবিধানের যে খসড়া তৈরি হয়েছিল, সেখানে এই দুটি শব্দ ছিল না। সেই সংবিধানের কপিই দেওয়া হয়েছে সাংসদদের হাতে।' বিজেপির অপর সাংসদ সুশীল মোদি বলেন, 'আমরা তো একবারও বলিনি যে এটা সংবিধানের সংশোধিত কপি। প্রথম সংবিধানের কপিতে এই শব্দগুলো ছিল না। তাছাড়া বর্তমান সমাজে কি সোশালিস্ট শব্দটির কোনও গুরুত্ব রয়েছে? অযথা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে।'প্রসঙ্গত, নতুন সংসদ ভবনে প্রথমবার অধিবেশন শুরুর আগে সাংসদদের বিশেষ উপহার দেওয়া হয়। সেখানেই ছিল এই সংবিধানের কপি। তবে কেন্দ্রের তরফে বলা হয়েছে, প্রথম সংবিধানেও এই শব্দ দুটি ছিল না। তার কপিই দেওয়া হয়েছে সাংসদদের।

বুধবার সকালে এই বিষয়টি নিয়ে সরব হন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সোনিয়া গান্ধী ও অধীর চৌধুরী। বুধবার অধিবেশন শুরুর আগে তিনি বলেন, 'আমি যখন সংবিধান পড়ছিলাম তখন এই দুটো শব্দ খুঁজে পাইনি। পরে নিজে থেকেই জুড়ে দিয়েছি এই দুটি শব্দ। ১৯৭৬ সালে তো সংশোধন করে শব্দগুলো যোগ করা হয়েছিল। এই আচরণ থেকেই বোঝা যায়, বর্তমানে সংকটে পড়েছে সংবিধান। ইচ্ছাকৃতভাবে সংবিধান পালটে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।'

সূত্রের খবর, এই বিষয়টি নিয়ে সংসদে সরব হতে চেয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ। কিন্তু তাঁকে মুখ খোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বুধবার সংসদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগে সোনিয়া গান্ধীও জানান, সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে এই দুটি শব্দ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধীরের অভিযোগ, সুচতুরভাবে সংবিধান পালটে দেওয়ার জন্যই এইভাবে শব্দ সরিয়ে দিয়েছে বিজেপি।

মুর্মুর রাষ্ট্রপতি পদের মর্যাদাহানি !

বিজেপির বিরুদ্ধে সংসদ অভিযানে শতাধিক দলিত-আদিবাসী সংগঠন

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর: নিউজ সারাদিন : দ্রৌপদী মুর্মুর রাষ্ট্রপতি পদের মর্যাদাহানি করা হয়েছে । দেশের পিছিয়ে পড়া দলিত-আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার হরণ চলছে । প্রদেশ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য এ বিষয়ে বলেন, "আদিবাসীরা যে অভিযানের ডাক দিয়েছে তা করা উচিত । নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে তারা অভিযান করুক ।" আজ মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনা চলছে সংসদে । সেই ব্যস্ততার মাঝেই রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূল নেতা প্রকাশ চিক বরাইক বলেন, "বিজেপি বরাবরই দেখনদারির রাজনীতি করে । সেই দেখনদারির রাজনীতি সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট । সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছে । তার বিরুদ্ধেই মানুষ সরব হবে, এটাই স্বাভাবিক ।"এই অভিযোগ ও ১৭ দফা দাবিতে দিল্লির নতুন সংসদ ভবন অভিযানের ডাক দিল দেশের একশোরও বেশি দলিত-আদিবাসী সংগঠন ।ডিসেম্বরে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের সময় এই অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে । আগামী ৪ ডিসেম্বর সংসদ ভবন অভিযানের আগে দেশজুড়ে প্রচার কর্মসূচি ও স্বাক্ষর অভিযান চালানো হবে । এক লক্ষেরও বেশি আদিবাসী ও দলিতের পিছিয়ে পড়া মানুষের দাবি দাওয়ার কথা জানিয়ে সেই স্বাক্ষর

এরপর ৩ পাতায়

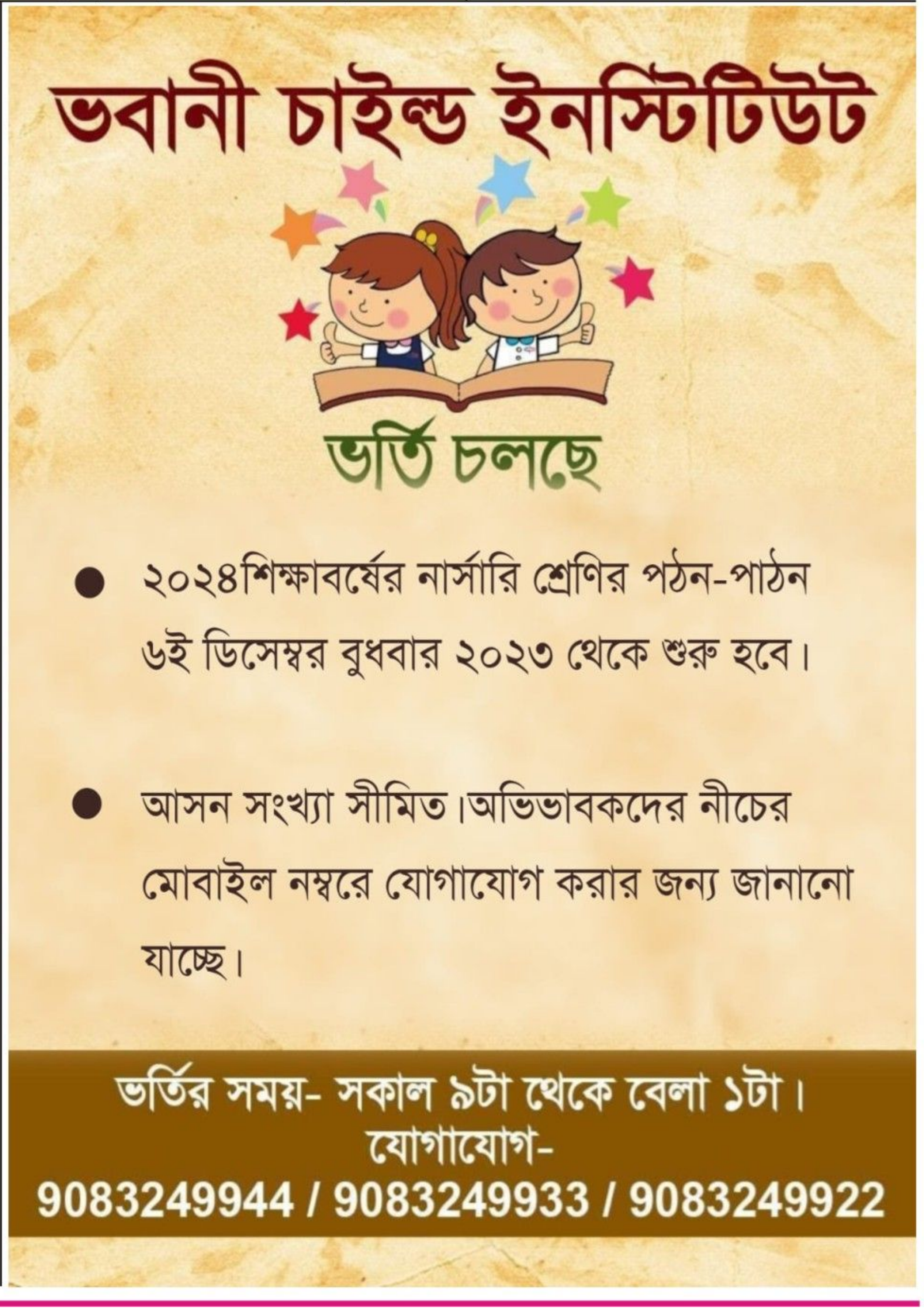

ঘরের ভিতরেই চুরির চেষ্টা, মশারির ভিতরে 'যুদ্ধ' করে সন্তানকে বাঁচালেন মা-বাবা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছেলেধরা আতঙ্কে ইতিমধ্যেই ভুগছে রাজ্য। কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে সেই খবর প্রকাশ্যে এসেছে। এবার বাড়ির ভিতর থেকেই নাবালককে চুরির চেষ্টা দুষ্কৃতীদের। শুধু তাই নয়, মা-বাবার পাশ থেকেই ঘুমের মধ্যে বাচ্চাটিকে নিয়ে যাওয়ার ধান্দা। পরে অপহরণকারীদের সঙ্গে লড়াই করে শিশুকে উদ্ধার বাবা-মায়ের।এ দিকে, বরুণ ও দীপালির চিতকারে আশেপাশের প্রতিবেশীরাও ছুটে আসে। অন্ধকারের মধ্যে দু জনকে পালিয়ে যেতে দেখেন তাঁরা। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন পুলিশ। যদিও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান চুরির উদ্দেশ্যেই হয়ত মাটির সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে ছিল অভিযুক্তরা।চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘরের বেড়া ভেঙে ঘরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। সেই সময় মশারির ভিতর থেকেই চুপিসারে বাচ্চাটিকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল তারা। তবে টের পেয়ে যান মা। টেনে ধরে শিশুর হাত। এরপর সটাং লাথি মারে দুষ্কৃতীকে। জেগে যান বাবা। মশারির ভিতর থেকে দুষ্কৃতীর মাথা টেনে ধরেন তিনি। এরপরই কোনও রকমে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। বরুণ দাস বলেন, "রাত আনুমানিক তিনটে নাগাদ যখন আমরা সকলে গভীর ঘুমে ছিলাম। ঠিক সেই সময় মাটির ঘরের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢোকে ওরা। আমাদের বাচ্চাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ওর চিতকারের আওয়াজ শুনে টের পেয়ে যায় ওর মা।"

দেশ চালাতে পাকিস্তান ভিক্ষা করছে

অথচ ভারত চাঁদে পাড়ি দিয়েছে', নওয়াজের আক্ষেপ-বার্তা

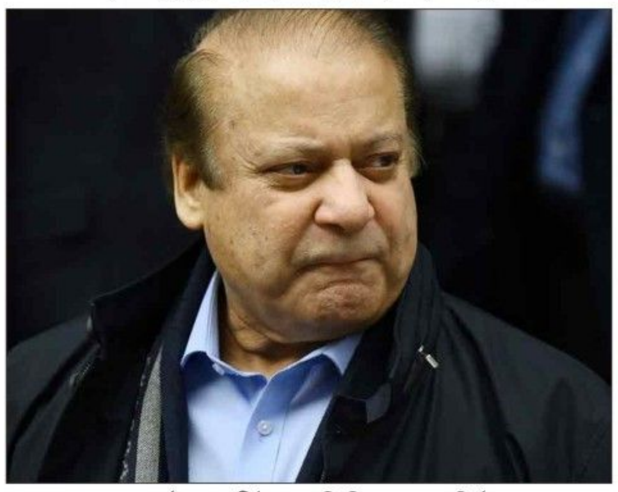

লাহোর, ২০ সেপ্টেম্বর: নিউজ সারাদিন : দেশ চালাতে পাকিস্তান ভিক্ষা করছে।আর ভারত চাঁদে পৌছে গিয়েছে, জি২০-র মতো সম্মেলনের আয়োজন করে ফেলেছে। এমনই উপলব্ধি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের। আর্থিক পরিস্থিতি গত কয়েক বছর ধরেই খারাপ। মূদ্রাস্ফিতির সূচক যথেষ্টই অস্বস্তিকর জায়গায় রয়েছে। এর জন্য পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়কদেরই দুষেছেন নওয়াজ। তাঁর এই বক্তব্য আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানকে বেশ খানিকটা অস্বস্তিতে ফেলবে বলেই মনে করছে কূটনেতিক মহলের একটা বড় অংশ। পাশাপাশি ভারতের জন্যও এই বার্তা বিশেষ তাতপর্যপূর্ণ।ক্রমশই ভেঙে পড়ছে পাকিস্তানের অর্থনীতি। সাম্প্রতিককালে যে তথ্য উঠে এসেছে তা ভয়াবহ। আর্থিক পরিস্থিতিতে বদল আনতে পাকিস্তানকে ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আর্থিক সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব অর্থ ভাণ্ডার। তার মধ্যে জুলাই মাসে ১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাকিস্তানকে দিয়েছে আইএমএফ। শুধু তাই নয়, আরও নানা ধরনের সাহায্যের জন্য বিশ্বের দরবারে হাত পেতেছে পাকিস্তান। ঠিক এমনই আবহে শরিফের বক্তব্য যে পাকিস্তানের অস্বস্তি বেশ খানিকটা বাড়িযে দেবে তাতে সন্দেহ নেই।আর ভারত চাঁদে পৌছে গিয়েছে, জি২০-র মতো সম্মেলনের আয়োজন করে ফেলেছে। এমনই উপলব্ধি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের। আর্থিক পরিস্থিতি গত কয়েক বছর ধরেই খারাপ। মূদ্রাস্ফিতির সূচক যথেষ্টই অস্বস্তিকর জায়গায় রয়েছে। এর জন্য পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়কদেরই দুষেছেন নওয়াজ। তাঁর এই বক্তব্য আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানকে

এরপর ৩ পাতায়

ট্রুকলার উন্মোচন করল তার নতুন ব্র্যান্ড পরিচয়

এবং জালিয়াতি প্রতিরোধের জন্য উন্নততর এআই আইডেন্টিটি বৈশিষ্ট্য

- নতুন সাজের এই লোগোয় উপভোক্তাদের গোপনীয়তা এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবিত ও বর্ধিত নিরাপত্তার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে
- সামগ্রিক নকশায় ট্রুকলারের নিজস্ব বৈশষ্ট্য 'ট্রু ব্লু' রঙটি বজায় রাখা হয়েছে এবং আইকনের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে- যা আমাদের ব্যবহারকারীদের অন্যান্য নকলনবিশ এবং প্রতারণাকারী অ্যাপগুলি থেকে রক্ষা করে

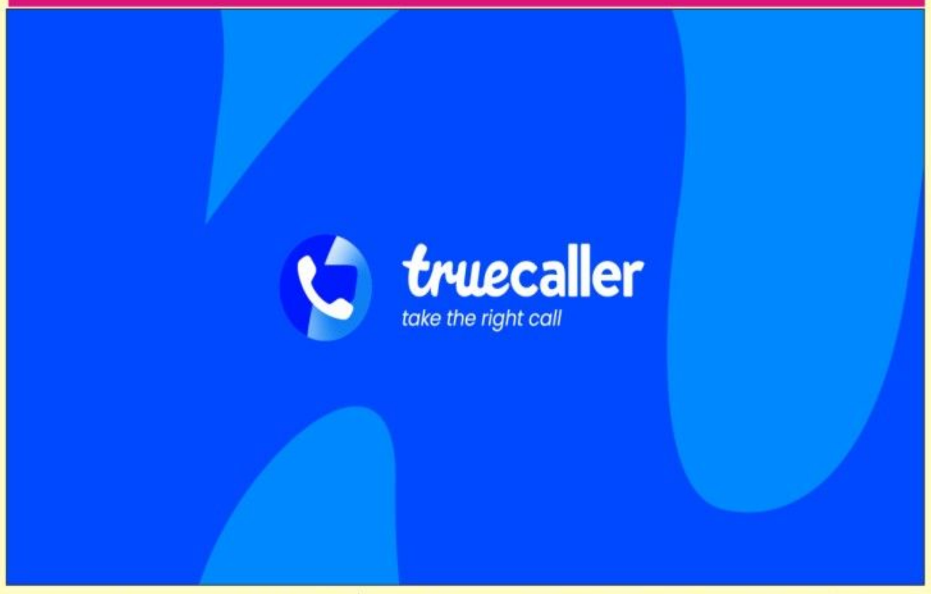

Kolkata, 20th September 2023: নিউজ সারাদিন : ট্রুকলার আজ তাদের কর্পোরেট রিব্র্যান্ডিং-এর পাশাপাশি একদম নতুন অ্যাপ আইকন প্রকাশ করল- যা Google Play Store এবং Apple App Store-এ এক পলকেই চিনে নেওয়া যাবে। ডিজিটাল দুনিয়ায় উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের সঙ্গে তাল মিলিয়েই এই নতুন ব্র্যান্ড পরিচয়ের উন্মোচন করা হল। ট্রুকলারের উদ্দেশ্য, শক্তি এবং উদ্যমকে নতুন করে উপলব্ধি করাই এই নব্য-ব্র্যান্ডিংয়ের প্রাণশক্তি।

ট্রুকলারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও অ্যালান মামেডি এই উন্মোচন প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা আমাদের নতুন ব্র্যান্ড পরিচয় এবং লোগো উন্মোচন করতে পেরে আনন্দিত। এ থেকেই ব্যবহারকারীদের প্রতি আমাদের ধারাবাহিক দায়বদ্ধতা প্রতিফলিত হয় এবং প্রমাণ হয়, প্রতিদিনের ক্রমাগত বিকাশ ও উন্নতির ক্ষেত্রে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।"

তিনি আরও বলেন,"সবার জন্য যোগাযোগ সুরক্ষিত করার আমাদের যে লক্ষ্য- তা থেকেই আমরা প্রতারণারোধী বৈশিষ্ট্য 'স্মার্ট কনটেক্স' তৈরি করেছি এবং ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা আরও উন্নত করার উদ্দেশ্যে নিয়মিত, বিভিন্ন উদ্ভাবন ঘটিয়ে চলেছি।"

এই নতুন পরিচয়ের অংশ হিসেবে ট্রুকলার ব্যবহারকারীরা পাবেন এক শক্তিশালী, প্রতারণারোধী বৈশিষ্ট্য, যার নাম সার্চ কনটেক্স- যা ট্রুকলারের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ইঞ্জিনের অঙ্গ। এ ক্ষেত্রে কোনও নম্বর সার্চ করলে ফলাফল দেখার সময় ট্রুকলার ব্যবহারকারীরা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবেন নম্বরের সঙ্গে যুক্ত নামটি সম্প্রতি বদলানো হয়েছে কী না, বা নামটি ঘন ঘন পরিবর্তন করা হচ্ছে কী না। অ্যাপ এই সংশ্লিষ্ট বার্তাকে তিন রঙের শাখায় ভাগ করে ফেলে। নীল হল সাধারণ বদলের প্রতীক, হলুদ সম্ভাব্য সন্দেহজনক নম্বরের প্রতীক, যেখানে গত সাত দিনে তিন বারের বেশি নামটি বদলানো হয়েছ এবং লাল হল সেই সব নম্বর যাদের সঙ্গে যুক্ত নাম বারবার বদলে ফেলা হচ্ছে- যা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে ওই সব নম্বর থেকে ভুয়ো পরিচয়ে প্রতারণা করা হয়ে থাকে। এই বার্তাগুলি অ্যান্ড্রয়েড, আইফোন ও ট্রুকলার ওয়েবে সব ট্রুকলার ব্যবহারকারীকে, সব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেই দেখানো হবে।

এই নতুন ব্র্যান্ডিং পরিচয়টি শীর্ষস্থানীয় গ্লোবাল ব্র্যান্ড কনসালটেন্সি, ইন্টারব্র্যান্ড দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এটি সারা বিশ্বে চালু করা হবে। নতুন অ্যাপ আইকন এবং পরিবর্তনগুলি দেখতে ব্যবহারকারীদের অ্যান্ড্রয়েডে অ্যাপ সংস্করণ ১৩.৩৪ বা নতুন সংস্করণ এবং iOS-এ ১২.৫৮ বা নতুন সংস্করণে আপডেট করতে হবে। আরও জানতে এখানে আমাদের ব্লগ পড়ুন এবং সংবাদ সংক্রান্ত উপাদানগুলি এখান থেকে ডাউনলোড করুন।

সম্পাদকের বক্তব্য: বিগত ১৪ বছরে, ট্রুকলার শীর্ষস্থানীয় কল শনাক্তকরণ অ্যাপ হিসেবে তার অবস্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এ হল বিশ্বজোড়া এক সম্প্রদায় যাদের আস্থা ও বিশ্বাস ৩৫৬ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর যোগাযোগকে সমৃদ্ধ করে তুলছে। এই বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী প্রতারণার জাল এবং সমস্ত ধরণের জালিয়াতি ছড়ানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি মোকাবিলায় ট্রুকলারের উদ্যোগ ও কঠোর পরিশ্রমের প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস ও স্বীকৃতিকে প্রমাণ করে।

ট্রুকলারের পরিচয়:

ট্রুকলার মোবাইল ব্যবহারকারীদের মধ্যে সুরক্ষিত ও প্রাসঙ্গিক বার্তালাপের সুবিধা দেয় যা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সঙ্গে সংযোগের কার্যকারিতা বাড়ায়। ডিজিটাল অর্থনীতিতে বিশেষ করে উঠতি বাজারের ক্ষেত্রে ভুয়ো ও আবাঞ্ছিত ফোন কল এখন এক সার্বজনিক অসুখে পরিণত হয়েছে। ট্রুকলারের লক্ষ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা। ৩৫৬ মিলিয়ন সক্রিয় ব্যবহারকারীর কাছে ট্রুকলার প্রতিদিনের যোগাযোগের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শুরুর সময় থেকে এখন পর্যন্ত ১ বিলিয়নের বেশি ডাউনলোড হওয়া ট্রুকলার ২০২১ সালে প্রায় ৫০ বিলিয়ন কোটি অবাঞ্ছিত কলকে চিহ্নিত ও ব্লক করেছে। ২০০৯ সাল থেকে স্টকহোমে সদর দফতর থাকা ট্রুকলার সহ-প্রতিষ্ঠাতার নেতৃত্বাধীন বাণিজ্যিক উদ্যোগ সংস্থা যাকে পরিচালনা করে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট টিম। ট্রুকলার স্টকহোমের নাসডাক-এ ২০২১ সালের ৮ অক্টোবর থেকে নিবন্ধিত সংস্থা। আরও বিশদে জানতে অনুগ্রহ করে truecaller.com দেখুন।

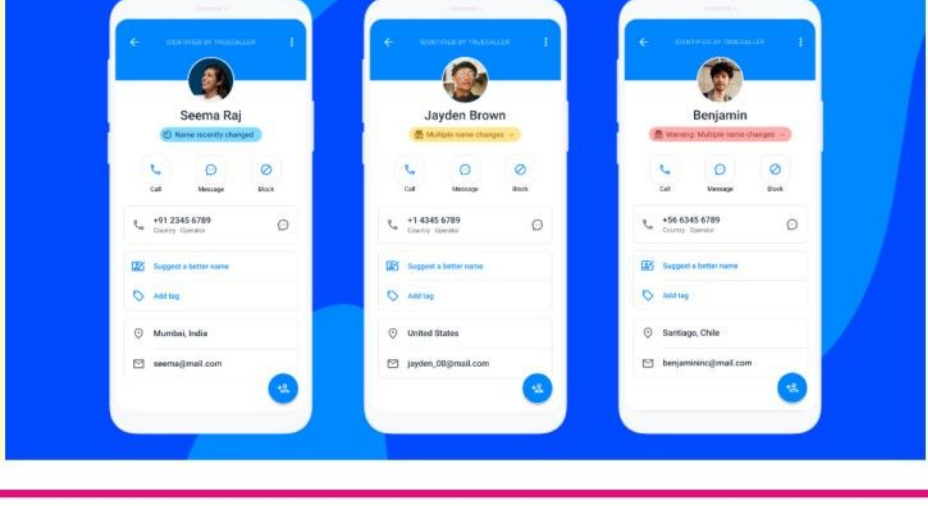

জলে যেতে পারে যাদবপুরের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুরের ঘটনা কার্যত সাড়া ফেলে দিয়েছিল বাংলায়। এনিয়ে গ্রেফতারও করা হয়েছে একাধিকজনকে। তার মধ্যে একাধিক প্রাক্তন ছাত্রও রয়েছে। সেই সঙ্গেই যাদবপুরের র‌্যাগিংয়ের ঘটনার তদন্তে অভ্যন্তরীন কমিটি তৈরি হয়েছিল। তারা গোটা ঘটনার মূলে পৌঁছনর চেষ্টা করে। এমনকী নানা জনকে প্রশ্ন করে, ছাত্র শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার পেছনে ঠিক কী কারণ রয়েছে সেটা জানার চেষ্টা করে।তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সামনে এসেছিল বিস্ফোরক সব তথয়। যেখানে দাবি করা হচ্ছে, ডিন অফ স্টুডেন্টস ও হস্টেলের দুই সুপার জানিয়েছিলেন তাঁরা র‌্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে নানা পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উলটে তাদেরকে নানারকম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। তাঁদেরকেই হেনস্থা করা হয়েছে।

করোনার সময় সেফ হোম খোলার নামে যাদবপুরের অন্দরে কার্যত বহিরাগত সিনিয়রদের ঘাঁটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল বলে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উঠে আসে। সেখানে নাক গলালেই পরিস্থিতি একেবারে ভয়াবহ। কিন্তু বাস্তবে সেই তদন্ত কমিটির সারবত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেল।সেই সংক্রান্ত রিপোর্টও তারা জমা দেয়। তবে এবার সেই কমিটির এক্তিয়ার নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেল।

কারণ হিসাবে যেটা উঠে আসছে এই ধরনের তদন্ত কেবলমাত্র অ্যান্টি র‌্যাগিং স্কোয়াড করতে পারে। সেক্ষেত্রে নতুন যে কমিটি করা হয়েছিল সেখানে আবার স্কোয়াডের সকলে ছিলেন না। এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ নিজেই ছিলেন ওই স্কোয়াডে। কিন্তু ওই কমিটিতে তাঁর নাম ছিল না। সেক্ষেত্রে এই কমিটির আদৌ তদন্ত করতে পারে কি না তানিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেক্ষেত্রে সূত্রের খবর, আপাতত ঠিক হয়েছে তদন্ত কমিটি যে রিপোর্ট তৈরি করেছে তা অ্যান্টি র‌্যাগিং স্কোয়াডের কাছে পাঠানো হবে। তারা এনিয়ে খতিয়ে দেখবে। তবে আপাতত কর্মসমিতির মিটিংয়ে এই রিপোর্ট পেশ করা হবে না বলে প্রাথমিকভাবে খবর। সেক্ষেত্রে অনেকের মতে, এই যে খেটেখুটে যে রিপোর্ট তৈরি হল তা কার্যত এবার জলে যেতে বসেছে। এখন প্রশ্ন এই কমিটির যে এক্তিয়ার নেই সেটা আগে কেন ভাবা হয়নি। এটা আগে ভাবলে তো এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। কিন্তু তদন্ত কমিটি এই ঘটনার পেছনে র‌্যাগিংকেই কাঠগড়ায় তুলেছিল।

সিবিআই অধিকর্তা প্রবীণ সুদকে

আদালতে তলব করলেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতিতে ও এম আর শিট নষ্ট করার মামলায় টানা তৃতীয় দিন সিবিআইকে তুমুল সমালোচনা করলেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সিটের প্রধানের পর এবার আদালতে হাজিরা দিতে বললেন সিবিআই অধিকর্তাকে। বুধবার আদালতে ফের একবার বিচারপতির তীব্র ভতর্সনার মুখে পড়েন তদন্তকারীরা। তাদের তদন্ত করে সত্য উদ্ঘাটনের কোনও সদিচ্ছা নেই বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি।এই মামলায় মঙ্গলবারও সিবিআইকে ব্যাপক ভতর্সনা করেছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সিবিআইয়ের সিটের তদন্তকারীদের নির্লজ্জ বলে মন্তব্য করেন তিনি। এর পর সিটের প্রধান অশ্বিন সেনভিকে আদালতে তলব করেন তিনি। তখনই সিবিআই অধিকর্তাকেও ডাকার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিচারপতি। বুধবার সেই নির্দেশ দিলেন তিনি।এদিন মামলার কেস ডায়েরি দেখে ক্ষুব্ধ বিচারপতি বলেন, 'সিটের সদস্য নয় এমন ব্যক্তিও ঘুষ দিয়ে চাকরি পাওয়া প্রার্থীদের জেরা করেছেন। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।' তিনি বলেন, 'এই তদন্তে আর কোনও আধিকারিককে দরকার নেই। শুধু প্রধানমন্ত্রীকে প্রয়োজন। যারা তদন্ত করছেন তাদের উদ্দেশ নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।' এর পরই তিনি নির্দেশ দেন, আগামী ৪ অক্টোবর সিটের আধিকরিকদের কর্মদক্ষতার রিপোর্ট নিয়ে সিবিআই অধিকর্তা প্রবীণ সুদকে ভার্চুয়ালি আদালতে হাজিরা দিতে হবে।

১-ম পাতার পর

মুর্মুর রাষ্ট্রপতি পদের মর্যাদাহানি ! বিজেপির বিরুদ্ধে সংসদ অভিযানে শতাধিক দলিত-আদিবাসী সংগঠন

রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়া হবে ।দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন সাংসদ এবং সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য রামচন্দ্র ডোম বলেন, "স্বাধীনতার ৭৫ বছরেও আদিবাসীরা এখনও নিজেদের ন্যায্য অধিকার, সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত । অথচ, দুই সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়াচ্ছে যে তারা আদিবাসী, পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের জন্য বিশাল কিছু করেছে । ওই কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপনগুলি অন্তঃসারশূন্য । দলিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের থেকে দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি করে দলিত প্রেমের কথা বলছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার । অথচ, তাঁর সাংবিধানিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনে তাঁকে ডাকাই হল না । দ্রৌপদী মুর্মুর পরিবর্তে নরেন্দ্র মোদি নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করলেন । আসলে বিজেপি সরকার দেশজুড়ে মনুবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে পড়েছে । তাই, সাংবিধানিক-আইনি অধিকার আদায়ে সংসদ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে । দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চ ছাড়াও দেশের একশোরও বেশি আদিবাসী এবং জনজাতির সংগঠন সম্প্রতি হায়দরাবাদে সম্মিলিত হয়েছিল । সকলের সর্বসম্মতিক্রমে দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 'নাটকীয় দলিত প্রেম'-এর বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।"সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গ দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন সাংসদ অলকেশ দাস বলেন, "কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর থেকে গত ৯ বছরে প্রতিটি কাজ এবং নীতিতে মনুবাদের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে হচ্ছে । কোথাও আম্বেদকর প্রদর্শিত সমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে না । দলিত তপশিলিদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানের অবনমন ঘটেছে ।অন্যদিকে হিন্দুরাষ্ট্র তথা মনুসংহিতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে ।ঢাক ঢোল পিটিয়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার দলিত আদিবাসীদের জন্য বিশেষ কিছু করেছে বলে দাবি করছে । উন্নয়ন পর্ষদ-সহ গত ১০ বছরে তপশিলি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির উন্নয়ন সংক্রান্ত কী কাজ করল দুই সরকার শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক ।"

১-ম পাতার পর

হিন্দুদের আক্রমণের পাশাপাশি খলিস্তানপন্থী শিখদের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন পান্নুন

দুই দেশের সম্পর্কে এই ভিডিও আরও বেশি প্রভাব পড়বে বলেই বিশেষজ্ঞদের অনুমান।

সম্প্রতি প্রকাশ্য এসেছে পান্নুনের একটি বিতর্কিত ভিডিও। সেখানে ওই জঙ্গি নেতা বলেছেন, 'ইন্দো-কানাডিয়ান হিন্দুরা আসলে কানাডার নীতি ও সংবিধান মানতে চায় না। ওদের আসল জায়গা হল ভারত। তাই কানাডা ছেড়ে বেরিয়ে যাক হিন্দুরা।' প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই একটি সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর-সহ অন্যান্য নেতাদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এই খলিস্তানি জঙ্গির বিরুদ্ধে। তবে হিন্দুদের আক্রমণের পাশাপাশি খলিস্তানপন্থী শিখদের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন পান্নুন। ওই ভিডিওতেই তিনি বলেন, যে সমস্ত শিখরা খলিস্তানি মনোভাব পোষণ করেন, তাঁরা সবসময় কানাডার প্রতি অনুগত রয়েছেন। সবসময় দেশের পাশে দাঁড়িয়ে সংবিধান ও নিয়ম পালন করেছেন তাঁরা।' সেই সঙ্গেই আগামী মাসে একটি গণভোটের ডাক দিয়েছেন এই খলিস্তানি নেতা। তাঁর দাবি, আগামী ২৯ অক্টোবর ভ্যাঙ্কুভারের ভারতীয় হাই কমিশনারের বিরুদ্ধে ভোট দিতে হবে। হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনে এই কমিশনারের হাত ছিল কিনা, সেই নিয়ে ভোটদানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কানাডার শিখদের।

২ পাতার পর

দেশ চালাতে পাকিস্তান ভিক্ষা করছে অথচ ভারত চাঁদে পাড়ি দিয়েছে', নওয়াজের আক্ষেপ-বার্তা

বেশ খানিকটা অস্বস্তিতে ফেলবে বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ। পাশাপাশি ভারতের জন্যও এই বার্তা বিশেষ তাতপর্যপূর্ণ। আপাতত স্বেচ্ছা নির্বাসনে লন্ডনে আছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে মঙ্গলবার লাহোরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। বক্তব্যের একটি অংশে আক্ষেপের সুরে তিনি প্রশ্ন করেন, "আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দেশের কাছে হাত পাতছেন। আর ভারত চন্দ্রাভিযানে সাফল্য পেয়েছে। জি২০-র মতো সম্মেলনও আয়োজন করেছে। এই সাফল্য পাকিস্তান কেন পায়নি? এই ব্যর্থতার দায় কার?" এরপরই পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়কদের কাঠগড়ায় তোলেন নওয়াজ। একই সঙ্গে তাঁর দাবি নয়ের দশকে সরকারে থাকার সময় তিনি যে আর্থিক সংস্কারের পথে হেঁটেছিলেন সেই ধরনের নীতি অনুসরণ করেই ভারতের অর্থনীতি মজবুত হয়েছে। ভারতের আর্থিক উন্নতি কত দ্রুত হয়েছে তা বোঝাতে অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকারের উদাহরণও দেন শরিফ। তাঁর মতে, বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় ভারতের আর্থিক পরিস্থিতি খুব একটা ভালো ছিল না। বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারও তেমন শক্তপোক্ত ছিল না। তবে সেখান থেকেই আজ অভাবনীয় উন্নতি করেছে ভারত।

হাইকোর্টের পর এবার সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা খেলেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা খেলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। খনি দুর্নীতি মামলায় তাঁকে সমন পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সেই সমনের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) এই নেতা। সোমবার তাঁর সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। উল্লেখ্য, রবিবার অর্থ তছরুপের একটি মামলায় হেমন্তকে নতুন করে সমন পাঠায় ইডি। ২৩ সেপ্টেম্বর তাঁকে ইডির দপ্তরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। হেমন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় ২০২১ সালে সাহেবগঞ্জ জেলায় একটি কয়লাখনির বরাত পেয়েছে তাঁর সংস্থা। তাঁর হাতেই রয়েছে খনি দপ্তর। এই নিয়ে তিনমাসেরও কম সময়ে খনি দুর্নীতি মামলায় পাঁচবার সমন পাঠানো হল হেমন্তকে। এর আগে ৭, ১৪ এবং ১৮ আগস্ট পরপর তিনবার সমন পাঠানো হয় তাঁকে। এরপর ২৩ আগস্ট তিনি ইডির সমনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন।তাঁকে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে এই নিয়ে আবেদন করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এদিন বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চ হেমন্তের আইনজীবী মুকুল রোহতগিকে বলেন, আপনি কেন হাইকোর্টে যাচ্ছেন না?আমরা সরাসরি এই মামলা গ্রহণ করতে পারি না। আপনি হাইকোর্টে যান।' এই নির্দেশ শোনার পরেই পাল্টা সওয়াল করতে যান মুকুল। তিনি বলেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে 'উইচ হান্ট' শুরু করেছে ইডি। নথি পেশ করে এই বক্তব্য তিনি প্রমাণ করে ছাড়বেন। আদালত তখন জানায়, ইডির সমনের বিরুদ্ধে হেমন্তকে ঝাড়খন্ড হাইকোর্টেই যেতে হবে।হেমন্ত সোরেন সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খাওয়ায় উল্লসিত বিজেপি। বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের নেতারা বহুদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছেন, ইডি- সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে বিজেপি। এই অবস্থায় সুপ্রিম কোর্ট হেমন্তের আবেদন হাইকোর্টে ফেরত পাঠানোয় বিজেপি নতুন অস্ত্র পেয়ে গিয়েছে। এদিন বিজেপি মুখপাত্র সইদ জাফর ইসলাম বলেন, 'ইডির তদন্ত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না হেমন্ত। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে রক্ষাকবচ দেয়নি। যে দুর্নীতি তিনি করেছেন, আমি নিশ্চিত, কোনও আদালতেই তিনি পার পাবেন না।' অর্থ তছরুপ প্রতিরোধী আইনের (পিএমএলএ) ৫০ ও ৬৩ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েও এদিন সরগরম হয়ে ওঠে আদালত। মুকুল বলেন, ইডিকে এই দুই ধারায় মামলা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি বিচারাধীন। ইডির হয়ে মামলার সওয়াল করতে গিয়ে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল এস বি রাজু তখন বলেন, ২০২২ সালের জুলাই মাসের একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ইডির হাতে এই ক্ষমতা বহাল রেখেছে। তবে এই বিষয়ে আর মন্তব্য করেননি বিচারপতি বসু এবং বিচারপতি ত্রিবেদীর বেঞ্চ।

উপাচার্য-অধ্যাপকদের বেতন সরাসরি দেবে রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অফিসারকে ডাকা হয়েছিল নবান্নে। সেখানেই বৈঠকে নেওয়া হয়েছে নয়া সিদ্ধান্ত। সূত্রের খবর, এবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকল্প পথে বেতন দেওয়ার কথা ভাবছে সরকার। ঠিক হয়েছে, এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মী, অধ্যাপক, উপাচার্যদের বেতন যাবে ট্রেজারি থেকে। প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজভবন ও নবান্নের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে সংঘাত চলছে। রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই রাজ্যপাল তথা আচার্য উপাচার্য নিয়োগ করছেন বলে সরব হন শিক্ষামন্ত্রী। এমনকি, এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫ সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবসের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্তব্ধ করিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন রাজ্যপাল। এর পরই অর্থনৈতিক অবরোধ প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এই অবস্থা চলতে থাকলে অর্থনৈতিক বাধা তৈরি করব।" মমতার সেই হুঁশিয়ারির পরই এদিন নবান্নের তরফে এই পদক্ষেপ। যা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। তাহলে কি ঘুরিয়ে উপাচার্যদের রাশ থাকবে নবান্নের হাতে?ঠিক যেমনভাবে বেতন পান অন্যান্য সরকারি কর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্ট মারফত আর দেওয়া হবে না বেতন।

আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই বেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে যেত। সেটাই এবার পরিবর্তনের ভাবনা সরকারের। সরাসরি ট্রেজারি থেকে তাদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা। পাশাপাশি জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ডের লেনদেনও সেন্ট্রালি করার ভাবনা। এদিনের বৈঠকে এ বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে খবর।বিকল্প বেতন প্রক্রিয়া এইচআরএমএস (হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) নিয়ে এদিন দিনভর বিস্তর আলোচনা হয় নবান্নে। সূত্রের খবর, ২০১৮ সালে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই প্রক্রিয়া চালু করতে চেয়েছিলেন। যদিও এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষেও এদিন বিস্তর মতামত উঠে এসেছে। এই প্রক্রিয়া চালু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্বতা পুরোপুরিভাবে উচ্চশিক্ষা দফতরের হাতে চলে যাবে। আশঙ্কা এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব হবে। এমনই মত বিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলির। তাঁরা এই স্বাধিকার খর্ব করার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আইনি পথে হাঁটবেন বলেও জানতে পারা যাচ্ছে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৬০ সংখ্যা ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ০২ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মহিলা বিলে সমর্থন জানাল কংগ্রেস

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করবেন সনিয়া গান্ধী, কংগ্রেসের একটি সূত্র মারফত মঙ্গলবারেই এমন জানা গিয়েছিল। সেই মতোই বুধবার এই সংক্রান্ত বিতর্কে অংশ নিয়ে বিলটিতে সমর্থন জানালেন তিনি। বিলটি কবে কার্যকর করা হবে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন সনিয়া। পাশাপাশি, জাতগণনার দাবি তুলে অস্বস্তিতে ফেলতে চেয়েছেন কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপিকে।দলের তরফে এই বিল দ্রুত কার্যকর করার দাবি তোলার পাশাপাশি, জাতগণনারও দাবি তুলেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী। সংরক্ষণের আওতায় তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি জনজাতি (এসটি)-র পাশাপাশি, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায় (ওবিসি)-এর মহিলাদেরও অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলেছেন সনিয়া। বিজেপি সূত্রে খবর, মহিলা এবং ওবিসি ভোটকে পাখির চোখ করেই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নামতে চলেছে তারা। এ দিকে জাতগণনার দাবিতে সরব হয়েছে আরজেডি এবং জেডি (ইউ)-এর মতো দলগুলিও। বিরোধীদের একটি অংশ মনে করছে জনসংখ্যার অনুপাতে ওবিসিদের সংরক্ষণের পরিমাণ কম, নতুন আদমশুমারিতে তা প্রমাণিত হলে অস্বস্তি বাড়বে বিজেপির। বিরোধীদের মোকাবিলায়, এ বার শিক্ষা, চাকরির পাশাপাশি, আইনসভাতেও ওবিসি সংরক্ষণের বিল আনতে পারে মোদী সরকার। তার আগে মহিলা সংরক্ষণে কংগ্রেসের আন্তরিকতা এবং উদ্যোগের দিকটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে জাতগণনার দাবিও তুলে রাখলেন সনিয়া।পুর প্রশাসন এবং পঞ্চায়েতে নারীদের বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণের নেপথ্যে তাঁর স্বামী, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন সনিয়া। রাজীবের শাসনকালে স্থানীয় প্রশাসনে মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত বিলটি সাত ভোটে খারিজ হয়ে যায়। পরে যদিও কংগ্রেসের আর এক প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওয়ের আমলে বিলটি দিনের আলো দেখে। তবে এর কৃতিত্ব রাজীবকে দিয়ে বুধবার সনিয়া বলেন, 'সারা দেশে এখন স্থানীয় প্রশাসনে ১৫ লক্ষ নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন। রাজীব গান্ধীর স্বপ্ন অর্ধেক পূরণ হয়েছিল। এই বিল সংসদে পাশ করানো হলে সেই স্বপ্ন পূরণ হবে।'বিলে সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেসের সংসদীয় দলের প্রধান সনিয়া বলেন, 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তরফে আমি নারী সংরক্ষণ বিল (নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম ২০২৩)-কে সমর্থন জানাচ্ছি।' বিলটি পাশ করানো হলেও কবে কার্যকর করা যাবে, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। প্রকাশিত খবরে দাবি, ২০২৭ সালের আদমসুমারি প্রক্রিয়ার পরেই বিল কার্যকরের কথা বিলের প্রস্তাব রয়েছে। সে ক্ষেত্রে বিল ২০২৯ সালের আগে কার্যকরের সম্ভাবনা ক্ষীণ বলেই ধারণা সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশের। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ মঙ্গলবার বলেন, "এই বিল মোদী সরকারের নির্বাচনী চমক ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আদমশুমারি এবং আসন পুনর্বিন্যাস, কোনওটাই হবে না।" সেই বিতর্ককে আরও উস্কে দিয়ে সনিয়া বলেন, 'মহিলাদের ১৩ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এখন তাঁদের আরও কিছু বছর অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে। আর কত বছর? ভারতীয় নারীদের সঙ্গে এই ব্যবহার করা কি যথাযথ হচ্ছে?'

বিদ্যাসাগর ভবনে দরবারের দিন শেষ, স্কুলে বসে মিটবে সব কাজ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিদ্যাসাগর ভবনে গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকার দিন শেষ হতে চলেছে। এ বার থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলির সঙ্গে সংসদের যাবতীয় কাজকর্মই হবে অনলাইনে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। সোমবার সংসদের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলের প্রধানদের নাম উল্লেখ করেই ওই বিজ্ঞপ্তিতে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছন সংসদ।তবে যে কোনও মেল পাঠানোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্কুলের ছয় অঙ্কের কোডটি উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সংসদের তরফে এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছেন সচিব প্রিয়দর্শিনী মল্লিক।তাতে বলা হয়েছে, আগামী ১ অক্টোবর থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি সংসদে কোনও আবেদন জানান তবে তা করতে হবে অনলাইনেই। তার জন্য একটি নির্দিষ্ট পোর্টালের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। সেই পোর্টালে গিয়েই স্কুলের তরফ থেকে যাবতীয় আবেদন করতে হবে। তবে কোনও ক্ষেত্রে যদি পোর্টালে তথ্য আপলোড করা বা নথি পাঠানোর ক্ষেত্রে সমস্যা হয়, তা হলেও উচ্চশিক্ষা সংসদের ঠিক করে দেওয়া একটি মেল ঠিকানায় নিজেদের অসুবিধার কথা জানাতে হবে। সঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতেই জানানো হয়েছে, ২০23 সালে অফলাইনে যদি কোনও স্কুল সংসদে কোনও বিষয়ে আবেদন করে থাকে, তা হলেও সংশ্লিষ্ট স্কুলের দেওয়া মেলেই জবাব পাঠানো হবে। স্কুলের পোস্টাল ঠিকানায় কোনও জবাব পাঠানো হবে না। স্কুলে পাঠানো সংসদের কোনও তথ্য নিয়ে কোনও অসুবিধা হলে, তবে তা যাচাই করে সংসদের দেওয়া একটি মেলে জানাতে হবে। কোনও ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর ভবনে যাওয়ার দরকার নেই।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

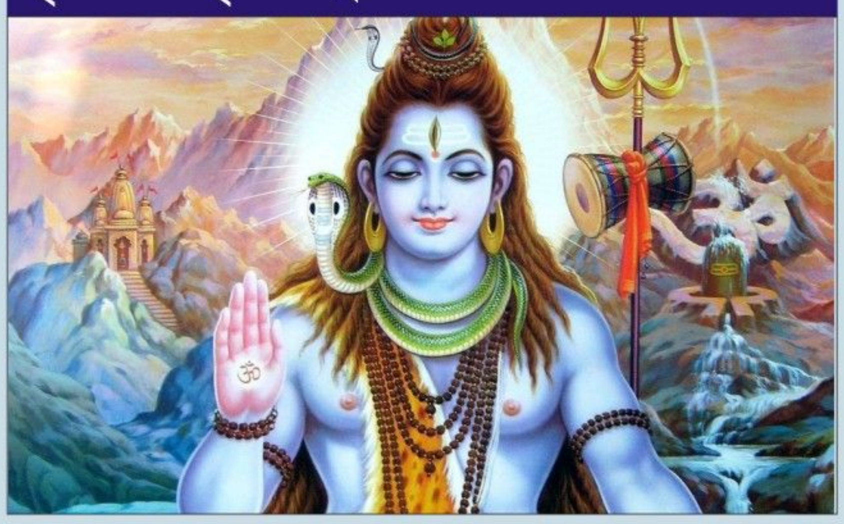

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমাদের কখন মৃত্যু হয় যখন আমাদের শরীরে এনার্জি অর্থাৎ শিব থাকেনা। এক কথায় বলা যায় শিব হীন দেহ শবে পরিণত হয়। অতএব আমাদের সকলের শরীরের মধ্যে শিব অবস্থান করে।শিব পুরান অনুযায়ী আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ১১টি রুদ্রের রূপ রয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বেদান্ত দর্শনের উৎস ও বিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(নবম পর্ব)

নামে এক ঋষি ছিলেন যিনি বেদপাঠের জন্য নির্জনে বাস করতেন। একদিন সেখানে সাদা রঙের একটি কুকুর আসে। পরে আরও কয়েকটি কুকুরের আবির্ভাব হয়। তারা সাদা কুকুরটিকে বলে, তুমি সাম্গান করো, হয়তো তাতে আমাদের ভালো আহার জুটবে। ঋষি এই কথাবার্তা শুনে তাদের সামগান শুনতে উৎসুক হন। পরের দিন তিনি দেখেন, এক কুকুর আরেক কুকুরের লাঙ্গুলে মুখ দিয়ে গাইছে- 'হিং! খাবম, ওম পানম করবম; ওম দেবম মোদের খাদ্যস দাত্তম!' হে দেব আমাদের অন্ন দাও, এই দাও, ঐ দাও, হ্যান দাও, ত্যান দাও, ওম! ইত্যাদি। এই কৌতুক নকসায় সারিবদ্ধভাবে যে পুরোহিত সকল যজ্ঞের সময় শুধু দান-দক্ষিণার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সামগান করে তাদের বিদ্রূপ করা হয়েছে, তাদের মনোযোগ দেবার্চনায় নয়, নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রতি।' (দর্শন-দিগদর্শন, পৃষ্ঠা-২৬)

প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে ছান্দোগ্যই সর্বপ্রথম পুনর্জন্ম বিষয়ক ধারণার অবতারণা করে। এ প্রেক্ষিতে রাহুল সাংকৃত্যায়নের মন্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন-

'ঐ যুগের প্রথম প্রচারক সম্ভবত ভাবেননি, যে সিদ্ধান্ত তিনি প্রচার করছেন ভবিষ্যতে তা কত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে, এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়ার শক্তিকে রুদ্ধ করে সমাজকে স্রোতহীন এক বদ্ধ জলায় পরিণত করবে। মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ লাভের প্রলোভন দেখানো দুঃখপীড়িত মানুষকে আশার কুহক দেখানো ছাড়া আর কিছু নয়। এর একমাত্র অভিসন্ধি হলো মানুষ যাতে তার দুরবস্থার জন্য দায়ী এই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মুখর না হয়ে ওঠে; একে সংযত রাখার জন্যই এই পুনর্জন্মের প্রলোভন। কিন্তু পুনর্জন্ম তো কষ্ট নিপীড়িত মানুষের কাছে আরও ভয়ঙ্কর। এখানে শুধু বর্তমানের দুঃখ ভুলে যেতে উপদেশ দেওয়া হয়নি, বরঞ্চ আরও বলা হয়েছে যে, সামাজিক বৈষম্য কিছু অন্যায় নয়, কেন না তোমারই গতজন্মের কর্মফলে আজ এই অবস্থা। সামাজিক বৈষম্য না থাকলে আজ যে কষ্ট তুমি করছ, পরজন্মে তার পুরস্কার পাবে কি করে?'- (দর্শন-দিগদর্শন-২, পৃষ্ঠা-৩০)।

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রচারিত পুনর্জন্ম সম্বন্ধে সেই সর্বপ্রাচীন উক্তিটি হলো- 'তাদের মধ্যে যারা (পূর্বজন্মে) রমণীয় আচরণ বা পুণ্যকর্ম করে তারা দেহান্তরে শীঘ্রই ব্রাহ্মণযোনিতে বা ক্ষত্রিয়যোগিতে বা বৈশ্যযোনিতে জন্মলাভ করে। আবার যারা (পূর্বজন্মে) কপূয়াচরণ অর্থাৎ কুৎসিত বা অশুভ কর্ম করে তাদের শীঘ্রই কুকুরযোনিতে বা শূকরযোনিতে বা চন্ডালযোনিতে পুনর্জন্ম হয়।' (ছান্দোগ্য-৫/১০/৭)।

বলার অপেক্ষা রাখে না, পুনর্জন্মের সাথে পুর্বজন্মের কর্মফল নামক এক অভূতপূর্ব কল্পনাকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যে অব্যর্থ ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন ছান্দোগ্যের প্রখ্যাত ঋষি উদ্দালক আরুণি, তারই অব্যর্থ প্রভাব অন্যান্য উপনিষদে তো বটেই, কালক্রমে সেটাই অপ্রতিরোধ্য গতিতে পল্লবিত হতে হতে পরবর্তীকালের গড়ে ওঠা দর্শনগুলোরও অবিচ্ছেদ্য তত্ত্বীয় অংশে পরিণত হয়েছিলো।

এই ছান্দোগ্য উপনিষদেই ব্রহ্মের জ্ঞানময় চিহ্ন বা প্রতীককে উপাসনা করার কথা সব থেকে বেশি বলা হয়েছে। এই প্রতীক কখনো সূর্য, কখনো ব্যোম, কখনো অন্যকিছু। তবে সবকিছুর মূলে সেই ব্রহ্মময় ওঙ্কার ওম (ওঁ)। যেমন- বাক হলো ঋক। প্রাণ হলো সাম। আর উদ্গীথ হলো ওম এই অক্ষর। যা বাক এবং প্রাণ অথবা ঋক এবং সাম, তা-ই যুগল বা মিথুন (ছান্দোগ্য-১/১/৫)। যুগল-সম্মিলনের (বাক ও প্রাণ) এই তত্ত্বকে জেনে যে (ওম) ওঙ্কারকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করবে, তার কোন কামনাই অচরিতার্থ থাকবে না (ছান্দোগ্য-১/১/৭)। এই অক্ষরই ত্রয়ীবিদ্যার (বেদবিদ্যা) প্রবর্তক। 'ওম' উচ্চারণ করে শ্রবণ করানো হয়, 'ও উচ্চারণ করে মন্ত্রপাঠ করা হয়, 'ওম' আগে উচ্চারণ করে পরে উদ্গান করা হয়। এই সবই মহিমা এবং রসের দ্বারা এই অক্ষরের (অক্ষরপুরুষের) পূজার জন্য (ছান্দোগ্য-১/১/৯)। যা উদ্গীথ তা-ই প্রণব। আবার যা প্রণব তা-ই উদ্গীথ। আদিত্যই (সূর্য) উদ্গীথ, আদিত্যই প্রণব। কারণ আদিত্য 'ওম' উচ্চারণ করে গমন করেন (ছান্দোগ্য-১/৫/১)। এই নিখিলের যা কিছু, তা সবার উৎপত্তিস্থল আকাশ। আবার আকাশেই হয় লয়। সবার চেয়ে আকাশই শ্রেষ্ঠ। আকাশই সবার আশ্রয়, পরমা গতি (ছান্দোগ্য-১/৯/১)। শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠ অনন্ত এই আকাশই উদ্গীথ। এইভাবে জেনে যে অনন্ত আকাশে প্রতিষ্ঠিত সেই মহা-মহিমময় উদ্গীথের উপাসনা করবে, সে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক জয় করে সর্বশ্রেষ্ঠ বরণীয় জীবন লাভ করে ধন্য হবে। (ছান্দোগ্য-১/৯/২)।

ছান্দোগ্যের ঋষি ওঙ্কারের ব্যাপ্তির কথা বলতে গিয়ে আরো বলছেন- প্রজাপতি (সৃষ্টিভিলাষী হয়ে) লোকসমূহকে অভিধ্যান করলেন। তার ফলে সমুদয় লোক হতে ত্রয়ী-বিদ্যা অর্থাৎ বেদবিদ্যা নিঃসৃত হলো। এরপর তিনি বেদবিদ্যার ধ্যান করলেন। ফলে সেই বেদবিদ্যা থেকে বেরিয়ে এলো তিনটি অক্ষর- ভূঃ (পৃথিবী), ভুবঃ (অন্তরিক্ষ) আর স্বঃ (দ্যুলোক)। (ছান্দোগ্য-২/২৩/২)। এরপর প্রজাপতি ঐ তিনটি অক্ষরকে অভিধ্যান করলেন। ফলে, অক্ষরগুলো থেকে নিঃসৃত হলো ওঙ্কার। গাছের পাতা-জুড়ে যেমন পাতার শিরা, বা পাতার সব অংশই যেমন শিরার সঙ্গে যুক্ত, তেমনি সব কিছুর মধ্যে ওঙ্কার ব্যাপ্ত। সব কিছুই যুক্ত ওঙ্কারের সঙ্গে। বিশ্ব-চরাচরে যা কিছু আছে, সবই আছে ওঙ্কারে। ওঙ্কারই বিশ্বরূপ। সবই ওঙ্কারসবই ওঙ্কার। (ছান্দোগ্য-২/২৩/৩)।

এই যে ওঙ্কারময় বিশ্বজগত এবং ওঙ্কারময়তাই যে ব্রহ্মত্ব বা ব্রহ্মময়তা, তার সমন্বয়পূর্বক বিখ্যাত প্রাচীন শাণ্ডিল্য-বিদ্যারই প্রকাশ দেখা যায় ছান্দোগ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশ খণ্ডে (ছান্দোগ্য-৩/১৪/১-৪)- বিশ্ব-চরাচরে যা কিছু আছে, এই যে যা কিছু দেখছো- সব, সব কিছুই ব্রহ্ম। কারণ- তা থেকে স্থাবর-জঙ্গম সব কিছুরই সৃষ্টি, তাতেই সব কিছুর লয় আবার তাতেই সব কিছুর স্থিতি। 'সবই ব্রহ্ম', এইভাবে ভেবে শান্ত মনে, অচঞ্চল-চিত্তে তাঁর উপাসনা করবে। প্রতিটি জীবনই ক্রতুময় অর্থাৎ কর্মময়। (সংকল্প, কর্ম বা অধ্যবসায় ছাড়া জীবন নেই। এগুলি এক-একটি যজ্ঞ।) এখানে এই পৃথিবীতে পার্থিব জীবন নিয়ে যেমন কর্ম করবে, (যেমন অধ্যবসায় নিয়ে চলবে, যেমন সংকল্প করবে,) জীবনের অবসানে পরকালে ঠিক তেমনটিই পাবে। তাই যা কিছুই করো না কেন, এটি ভেবে করবে (ছান্দোগ্য-৩/১৪/১)। ব্রহ্ম হলেন মনোময়। [বৃহ+মন=ব্রহ্ম] মনোময় হলেও (লোকদৃষ্টিতে) তাঁর শরীর প্রাণময়। তাঁকে দেখতে কেমন? তিনি ভারূপ অর্থাৎ জ্যোতির্ময়। তিনি সত্যসঙ্কল্প- সত্যই তাঁর কর্মের প্রকাশ। তাঁর আত্মা হলো আকাশের মতো সর্বব্যাপী, অখণ্ড। সব কর্মের আধার তিনি- সর্বকর্মা; সর্ব কামনার আধার- সর্বকাম। সমুদয় গন্ধ ও রসের মূল- সর্বগন্ধ, সর্বরস। তিনি এইভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন সব কিছুর মধ্যে। বাক্য তাঁর কথা বলতে পারে না। অনাদর তিনি অর্থাৎ নিত্যতৃপ্ত, অনপেক্ষ (ছান্দোগ্য-৩/১৪/২)। সেই ব্রহ্মই আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে আত্মা। অণুরও অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর। যব, সর্ষে, শ্যামাক-ঘাসের তণ্ডুল- এসবের থেকেও ছোট। আবার আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে আত্মারূপী এই ব্রহ্ম মহৎ থেকেও মহত্তর-মহীয়ান। সুবিপুল পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক থেকেও মহীয়ান (ছান্দোগ্য-৩/১৪/৩)। শাণ্ডিল্য এই উপদেশ বারবার দিয়েছেন- সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, বাক্রহিত, সর্বব্যাপী সেই ব্রহ্মই আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে, আমার আত্মা। ইহলোক পরিত্যাগ করে আমি যখন পরলোকে যাবো, আমি তাঁকেই তখন পাবো- এতে আমার কোন সংশয় নেই। আমার স্থির বিশ্বাস- ব্রহ্মকে আমি লাভ করবোই, নিশ্চয়ই লাভ করবো (ছান্দোগ্য-৩/১৪/৪)।

এভাবে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে উপনিষদে ব্রহ্ম ও আত্মা নামক ধারণার একাকার উপলব্ধিরই প্রকাশ দেখা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে একেই বলা হয়েছে বৈশ্বানর আত্মা। যেমন- তিনি একই সময়ে প্রাদেশমাত্র অর্থাৎ পরিমাপের মধ্যে নির্দিষ্ট

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

জওয়ান ছবির আয় ছাড়াল ৯০০ কোটি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বক্স অফিসে সব রেকর্ড ভেঙেছে 'জওয়ান'। বলিউডের সিংহাসনে যে শুধুই তাঁর আধিপত্য, তা আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছেন শাহরুখ খান। দীর্ঘ চার বছর পর 'পাঠান' সিনেমা দিয়ে চলতি বছরের শুরুতে পর্দায় ফিরেন তিনি। তার এই রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের কথা কেউ ভোলেননি। সে ধারাবাহিকতায় 'জওয়ান' সিনেমার মাধ্যমে পর্দায় ফিরে বক্স অফিস কাঁপাচ্ছেন শাহরুখ।

গত ৭ সেপ্টেম্বর ভারতের সাড়ে ৫ হাজার ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাড়ে ৪ হাজার পর্দায় মুক্তি পেয়েছে অ্যাটলি কুমার পরিচালিত 'জওয়ান'। মুক্তির প্রথম দিনে সবচেয়ে বেশি আয় করা হিন্দি সিনেমার তালিকায় সবার শীর্ষে এই সিনেমা। অষ্টম দিন পর্যন্ত শুধু ভারতে সিনেমাটির আয় ৩৯০.৪৩ কোটি রুপি। বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির আয়ের রথ ৭০০ কোটি রুপি ক্লাবের দিকে ছুটছে!

রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে নির্মিত 'জওয়ান' সিনেমা প্রযোজনা করেছেন গৌরি খান। প্রতিষ্ঠানটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জানিয়েছে, বিশ্বব্যাপী 'জওয়ান' ঝড় বইছে। বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৬৯৬.৬৭ কোটি রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৯০০ কোটি টাকারও বেশি।

'জওয়ান' সিনেমায় শাহরুখের বিপরীতে অভিনয় করেছেন দক্ষিণী সিনেমার লেডি সুপারস্টার নয়নতারা। ছবিতে স্পেশাল আপিয়ারেন্স হয়েছে দীপিকা পাড়ুকনের। এছাড়াও অভিনয় করেছেন সানায়া মালহোত্রা, যোগী বাবু। একটি বিশেষ চরিত্র রূপায়ন করেছেন প্রিয়ামণি। হিন্দির পাশাপাশি তামিল, তেলেগু ভাষায় মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি।

১০০০ কোটি রুপির দুর্নীতিতে নাম জড়াল গোবিন্দর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রায় ১০০০ কোটি রুপির অনলাইন 'পঞ্জি' কেলেঙ্কারিতে নাম জড়াল বলিউড অভিনেতা গোবিন্দর। বলিউডের 'হিরো নাম্বার ওয়ান'কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবে ওড়িশার অর্থনৈতিক অপরাধদমন শাখা।

সোলার টেকনো অ্যালায়েন্স নামের কোম্পানি ক্রিপ্টো কারেন্সির আড়ালে ভারতে এই ধরনের দুনীর্তি জাল বিস্তার করেছে। সেই কোম্পানির হয়ে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপন করেন গোবিন্দা। এর প্রেক্ষিতেই বলিউড অভিনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রতারক ওই সংস্থার কার্যকলাপ সমর্থন করছেন গোবিন্দ।

ওড়িশার অর্থনৈতিক অপরাধদমন শাখার কর্মকর্তা জে এন পঙ্কজ জানান, খুব শিগগিরই অভিনেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একটি টিম মুম্বাইতে যাবে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। গত জুলাই মাসে ওই সংস্থার একটি অনুষ্ঠানে গোয়াতে গিয়েছিলেন অভিনেতা। যদিও পরে ওই কর্মকর্তা বলেন, "তদন্তের স্বার্থে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গোবিন্দ এই ঘটনায় অভিযুক্ত নন, কিংবা সন্দেহভাজনও নন। পরে যদি দেখা যায় যে, সোলার টেকনো অ্যালায়েন্সের সঙ্গে গোবিন্দ বিজ্ঞাপনের চুক্তিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, তা হলে তাকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হবে।"

যদিও এই খবর ছড়িয়ে পড়তে অভিনেতার মুখপাত্র বলেন, "গোবিন্দ কোনোভাবেই এই ধরনের কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন। অর্ধসত্য খবর পেশ করা হচ্ছে। একটি এজেন্সির মারফত তিনি গোয়ার ওই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন, ওই সংস্থার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই।"

অনুরাগীর আবদারে চটে লাল রেখা!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের 'চিরসবুজ' অভিনেত্রী রেখা। বয়স ৭০ ছুঁইছুঁই হলেও রূপ-লাবণ্যে তরুনদেরও হার মানায় তিনি। তার ভক্তের তালিকায় আছেন গোটা দেশের দর্শক। এখনও এক ঝলক দেখতে পেলে তাকে ঘিরে ধরেন অনুরাগীরা। যে কোনও অনুষ্ঠানে তার ছবি তুলতে মুখিয়ে থাকেন চিত্রগ্রাহকেরা।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সাংবাদিকদের ছবি তোলার পরে তার সঙ্গে ছবি তোলার আবদার করেছিলেন এক অনুরাগী। ভক্তের বায়না শুনে সেখানেই তাকে চড় কষালেন রেখা!

এদিন এক অনুষ্ঠানে সাবেকি সাজে হাজির হয়েছিলেন রেখা। সঙ্গে তার চেনা রূপটান। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, সিঁথি ভরা সিঁদুর। রেখাকে দেখেই তার ছবি তোলার জন্য ঘিরে ধরেছিলেন চিত্রগ্রাহকেরা। তাদের মধ্যে ছিলেন এক অনুরাগীও। রেখার সঙ্গে একটি সেলফি তুলার আবদার করেন ওই অনুরাগী।

তবে অভিনেত্রীর কাছাকাছি আসতেই মিলল সপাটে চড়! সমাজমাধ্যমের পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে এই ভিডিয়ো। যদিও রাগের বশে অনুরাগীকে চড় কষাননি রেখা। ভিডিয়ো থেকে স্পষ্ট, মজার ছলেই ওই কাজ করেছিলেন 'সিলসিলা' খ্যাত অভিনেত্রী। সমাজমাধ্যমের পাতায় আবার অনেকে বলেছেন, 'গালে রেখার হাত পড়েছে, উনি সাত দিন আর স্নানই করবেন না!'

কর্মজীবনের শিখরে থাকাকালীন অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তার প্রেম নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। তবে সেই সব জল্পনায় জল ঢেলে ১৯৯০ সালে ব্যবসায়ী মুকেশ আগরওয়ালকে বিয়ে করেন রেখা। যদিও সেই বিয়ে টেকেনি। মাত্র সাত মাসের মাথায় আত্মহত্যা করেন মুকেশ।

বলিউডে অভিষেক হচ্ছে আমির-পুত্র জুনায়েদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার বলিউডে পা রাখছেন আমির খান পুত্র জুনায়েদ খান। মুক্তি পেতে যাচ্ছে তার অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র 'মহারাজা'। যশ রাজ ফিল্মসের ব্যানারে অভিনয়ে অভিষেক করতে যাচ্ছেন জুনায়েদ। ছবিটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে। 'মহারাজ'-এ আরও অভিনয় করছেন জয়দীপ আহলাওয়াত, শর্বরী ওয়াঘ এবং শালিনী পান্ডে। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন 'হিচকি'খ্যাত নির্মাতা সিদ্ধার্থ পি মালহোত্রা। জানা গেছে, সত্যঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত 'মহারাজ' ডেভিড বনাম গোলিয়াথের গল্প যা ১৮০০-এর দশকে সেট করা হয়েছে।

সিনেমায় দেখানো হবে, কীভাবে একজন সাংবাদিক সমাজের জন্য একটি শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণ করে জনসাধারণের হিরো হিসেবে আবর্তিত হয়। নির্ভীক সাংবাদিক এমন কিছু ঘটনার সত্য উন্মোচন করেন যা সমাজের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়। এমনই দুর্দান্ত এক গল্প উঠে আসবে এই সিনেমায়।

উল্লেখ্য, জুনায়েদ আমির খানের প্রথম স্ত্রী রীনা দত্তের সংসারের প্রথম সন্তান। রীনার সঙ্গে আমিরের আরেকটি সন্তান রয়েছে। তাদের মেয়ে ইরা খান। আমির পরে কিরণ রাওকে বিয়ে করেন। সেই সংসারেও তাদের এক ছেলে রয়েছে, যার নাম আজাদ রাও খান। সম্প্রতি আমির এবং কিরণের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে।

কোচ বরখাস্তের পরেই

ফ্রান্সকে হারিয়ে জার্মানির জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে টানা বাজে পারফর্মেন্সের জন্য হতাশায় ছিলো জার্মানি। কিছুদিন পূর্বে জাপানের কাছে এক হালী গোলও হজম করতে হয়েছে দলটিকে। সেটা ছিল ফ্লিকের চূড়ান্ত পরিণতির ম্যাচ। টানা বাজে পারফর্মেন্সের জন্য জাপানের ম্যাচের পরই তাকে বরখাস্ত করে জার্মান ফুটবল ফেডারেশন।

কোচ বরখাস্ত হতেই ভারপ্রাপ্ত কোচের অধিনে জার্মানির প্রথম পরীক্ষা হয়ে যায় শক্তিশালী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই শক্তিশালী দলটিকেই হারিয়ে দিয়েছে জার্মানরা।

প্রীতি ম্যাচে দিদিয়ের দেশমের ফ্রান্সকে ২-১ গোলে পরাজিত করেছে জার্মানি। জার্মানির হয়ে গোল দুটি করেন মুলার এবং লিরয় সানে। ফ্রান্সের একমাত্র গোলটি করেন গ্রীজম্যান।

থমাস মুলার ম্যাচের মাত্র চতুর্থ মিনিটেই লিড এনে দেন জার্মানিকে। ৮৭ মিনিটে লিরয় সানে গোল করে ব্যবধান বাড়িয়েছিলেন। তবে দুই মিনিট পরই পেনাল্টি থেকে একটি গোল পরিশোধ করেছিলেন গ্রীজম্যান।

মাদক কারবারির অভিযোগে অজি স্পিনার গ্রেপ্তার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মাদক কারবারির অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ার ৫২ বছর বয়সী সাবেক লেগ স্পিনার স্টুয়ার্ট ম্যাকগিল গ্রেপ্তার হয়েছেন। শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ বিয়ষটি নিশ্চিত করেছে।

তিনি তিন লাখ ৩০ হাজার ডলারে এক কেজি কোকেন কারবারির চালানের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ এনেছে পুলিশ। ওই কোকেন বিক্রির জন্য ম্যাকগিল দু'জন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৪৪টি টেস্ট খেলা ম্যাকগিল অবশ্য নিজেই ফাঁদে পড়েছেন। ২০২১ সালে তিনি অপহরণ হয়েছিলেন বলে অভিযোগ দায়ের করেন। ওই সময় তিনি জানিয়েছিলেন, তাকে একটি চক্র অপহরণ করে এবং উলঙ্গ করে মারধর করেছে। তারা তাকে মেরে ফেলতে পারেন এমন শঙ্কার কথাও বলেছিলেন। ওই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ ম্যাকগিলের মাদক কারবারির সঙ্গে সম্পৃক্তার তথ্য পেয়েছে। পুলিশ দাবি করেছে, জেনে বুঝেই সাবেক এই ক্রিকেটার মাদক ব্যবসায় সম্পৃক্ত হন।

ম্যাকগিলের মাদক ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রমাণিত হলে বড় সাজা পেতে পারেন তিনি। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে তার। কারণ অস্ট্রেলিয়ায় মাদক ব্যবসার শাস্তি গুরুতর।

এশিয়া কাপ:

পাকিস্তানের এমন বিদায়ে 'ক্ষুব্ধ' সাবেকরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু বাবর আজমদের ঘিরে প্রত্যাশার পারদ ছিল চরমে। তবে তা পূরণ করতে না পারায় ক্ষোভ ঝেড়েছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিতলেই ফাইনাল্ভএমন সমীকরণের সামনে দাঁড়িয়ে হেরে যাওয়ায় কেউ দুষছেন ব্যাটিং ব্যর্থতাকে আবার কেউ বা বলছেন চাপের মুহূর্তে মাঠে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছে পুরো দল।

বৃহস্পতিবার কলম্বোয় বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর দুই উইকেটে জয় পায় শ্রীলঙ্কা। ৪২ ওভারে ২৫২ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান। ওই রান ইনিংসের শেষ বলে পৌঁছে যায় লঙ্কানরা। কুশল মেন্ডিসের ৯১, আসালাঙ্কার ৪৯ এবং সামারাবিক্রমার ৪৮ রানে চড়ে ফাইনালে শ্রীলঙ্কা।

সুপার ফোরে শুধু বাংলাদেশকে হারিয়েছে পাকিস্তান। ভারতের কাছে হেরেছে ২২৮ রানে। পাকিস্তানের এভাবে বিদায় লজ্জার বলছেন সাবেক পেস বোলার শোয়েব আখতার, 'ফেভারিট হিসেবে এসেছিল। ভারত-পাকিস্তানের ফাইনাল হতে পারত। সে সুযোগ আর থাকল না।'

শহীদ আফ্রিদির প্রশ্ন, 'আমাদের ব্যাটিং অর্ডার নির্বাচন আরও ভালো হতে পারত। আপনারা কী মনে করেন? ব্যাটিং অর্ডার সাজানো একেবারেই ভালো হয়নি।' সাবেক অধিনায়ক রমিজ রাজাও বলেন চাপ সামলাতে পারেনি পাকিস্তান দল, 'ভারতের বিপক্ষে হারের প্রভাব এই ম্যাচেও পড়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে দল আর সাবলীলভাবে খেলতে পারে না।

নেইমারের অভিষেকের

দিনে গোল উৎসব আল-হিলালের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অবশেষে সৌদি প্রো লিগে অভিষেক ঘটলো নেইমার জুনিয়রের। যদিও প্রায় এক মাস আগে আনুষ্ঠানিকভাবে আল-হিলালে যোগ দিয়েছেন সেলেসাওদের এই তারকা। কিন্তু ইনজুরি এবং জাতীয় দলের খেলা থাকায় এতদিন মাঠে নামা হয়নি নেইমারের। ব্রাজিলিয়ান এই তারকার মাঠে নামার দিনে প্রতিপক্ষ আল রিয়াদকে ৬-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে আল হিলাল।

চোট থেকে ফিরেই জাতীয় দলের জার্সিতে খেলেছেন নেইমার। কনমেবল অঞ্চলের ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দুটি ম্যাচ খেলেছে ব্রাজিল। এই দুই ম্যাচে দুই গোলের সঙ্গে একটি অ্যাসিস্ট করেছেন নেইমার। এতে কিংবদন্তি পেলেকে ছাড়িয়ে নাম লিখিয়েছেন ব্রাজিলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে। এবার মধ্যপ্রাচ্যের ক্লাব আল-হিলালেও রাঙালেন অভিষেক।

১৫ সেপ্টেম্বর রাতে সৌদি প্রো লিগে ঘরের মাঠ প্রিন্স ফয়সাল বিন ফাহাদ স্টেডিয়ামে ৬-১ গোল ব্যবধানে জয় পেয়েছে নেইমাররা। অভিষেক ম্যাচে গোল না পেলেও অ্যাসিস্ট করেছেন নেইমার। ম্যাচের ৬৪ মিনিটে সৌদি ক্লাবটির জার্সিতে প্রথমবারের মতো মাঠে নামেন ৩১ বছর বয়সী নেইমার। ম্যাচের ৮৩তম মিনিটে তার পাসে গোল পায় স্বদেশী ম্যালকম। শেষ পর্যন্ত বড় জয়ে মাঠ ছাড়ে আল হিলাল।

এই জয়ে সৌদি প্রো লিগে শীর্ষে উঠে এলো আল-হিলাল। ৬ ম্যাচে ৫ জয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে নেইমারের দল। সমান ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে করিম বেনজেমার দল আল-ইত্তিহাদ।

ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ

গ্রুপ অব ডেথে আর্জেন্টিনা, সহজ প্রতিপক্ষ ব্রাজিলের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্ব ফুটবলে আর্জেন্টিনা বড় নাম তাতে সন্দেহ নেই। ৯ মাস আগেই লিওনেল মেসির হাত ধরে নিজেদের ইতিহাসে তৃতীয় বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছে তারা। এছাড়া অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ জিতেছে ডিয়েগো ম্যারাডোনার যুগেই। এরপর মেসিও পেয়েছেন সেই শিরোপার স্বাদ। তবে এখন পর্যন্ত অনূর্ধ্ব-১৭ পর্যায়ে বিশ্বকাপ জেতা হয়নি আর্জেন্টাইন যুবাদের।

অধরা সেই শিরোপার লক্ষ্যে এবার ইন্দোনেশিয়ায় যাবে আলবিসেলেস্তেরা। ইন্দোনেশিয়া তে ১০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত চলবে এবারের ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ। ২৪ দলের এই বিশ্বকাপে এবার গ্রুপ 'ডি' থেকে অংশ নিচেছ আর্জেন্টিনা। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ জাপান, পোল্যান্ড এবং সেনেগাল। তবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল পেয়েছে সহজ এক গ্রুপ। 'সি' গ্রুপে তাদের খেলতে হবে ইংল্যান্ড, ইরান এবং নিউ ক্যালিডোনিয়ার বিপক্ষে। আর্জেন্টিনার তুলনায় কিছুটা সহজ গ্রুপেই থাকছে ব্রাজিল। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৪ বার শিরোপা পেয়েছে দলটি। এবারেও তারা নামবে ফেবারিটের তকমা নিয়ে। এবারের আসরের বড় চমক নাইজেরিয়ার অনুপস্থিতি। সর্বোচ্চ ৫ বারের চ্যাম্পিয়ন আফ্রিকান দেশটি এবার জায়গাই করতে পারেনি সেরাদের লড়াইয়ে। নাইজেরিয়া ছাড়াও আফ্রিকান অঞ্চলের আরেক হট ফেবারিট ঘানাও নেই এই আসরে। ২৪ দলের এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ইন্দোনেশিয়ার চার শহরে। ২ ডিসেম্বর শেষ হবে ফিফার এই বয়সভিত্তিক বিশ্বকাপ।

ভরসার মাঝিতে ডুবল তরী,

কাদের দুষলেন বাবর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তান দলের সবচেয়ে শক্তির জায়গা কী? উত্তরে চোখ বন্ধ করে যে কেউ বোলিং আক্রমণের কথা বলবেন। কিন্তু ভরসার ওই বোলিং বিভাগেই হতাশার পারফরম্যান্স করেছে বাবর আজমের দল। ভারতের বিপক্ষে ভুলে যাওয়ার মতো বোলিংয়ের পর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হেরে এশিয়া কাপ থেকে বিদায় নিয়ে ওই বোলিং আক্রমণকেই দুষলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক। ম্যাচ শেষে সম্প্রচার মাধ্যমকে বাবর বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কা আমাদের চেয়ে ভালো ক্রিকেট খেলেছে। সেজন্য তারা জিতেছে। আমরা বোলিং এবং ফিল্ডিং বিভাগে যথেষ্ট ভালো ছিলাম না। যেটার মাশুল দিতে হয়েছে।'

নিয়ন্ত্রণে থাকা ম্যাচ অবশ্য শেষ দিকে জমিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তান। শেষ ওভারের আগের ওভারে এসে মাত্র ৪ রান দিয়ে দুই উইকেট তুলে নিয়েছিলেন শাহিন আফ্রিদি। শেষ ওভারের শেষ বলে হেরেছে পাকিস্তান। বোলিং আক্রমণ ভালো হয়নি ঢালাওভাবে বলাও কঠিন। পাকিস্তান অধিনায়ক বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলেছেন, তারা মিডল ওভারে ভালো করেননি, 'মিডল অর্ডারে আমরা ভালো করিনি। কুশল মেন্ডিস ও সামারাবিক্রমার জুটি আমাদের জন্য ধাক্কা হয়েছে। আমরা ভালো শুরু করেছিলাম, শেষটা ভালো ছিল। কিন্তু মিডল ওভারে উইকেট নিতে পারিনি।'

অস্ত্রোপচার শেষে

ম্যানসিটিতে ফিরছেন গার্দিওলা

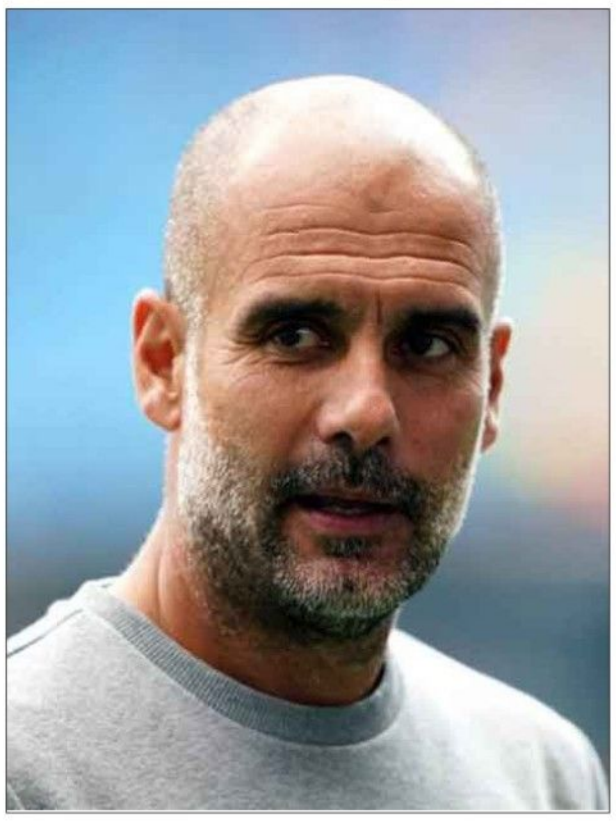

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পিঠের অস্ত্রোপচার শেষে সুস্থ হয়ে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিয়েছেন পেপ গার্দিওলা। সিটিজেনদের পরের ম্যাচেই ডাগআউটে দেখা যাবে এই স্প্যানিশ কোচকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ছোট ভিডিও আপলোড করে গার্দিওলার ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ম্যানসিটি। চার সেকেন্ডের সেই ভিডিওতে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে দেখা যায় গার্দিওলাকে। এরমধ্যেই সিটিজেনদের অনুশীলনের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। এদিকে বিরতি শেষে শনিবার ওয়েস্টহ্যামের বিপক্ষে মাঠে নামবে সিটি। এই ম্যাচ দিয়ে ডাগআউটে ফেরার কথা রয়েছে এই স্প্যানিশ কোচের।

এর আগে পিঠে জরুরি ভিত্তিতে ছোট একটি অস্ত্রোপচার করাতে হয় গার্দিওলাকে। এজন্য নিজ স্পেনের বার্সেলোনাকেই বেছে নিয়েছিলেন এই কোচ। সফল অস্ত্রোপচারের পর তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার বিষয়টি এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছিল ম্যানসিটি।

ফিফা দ্য বেস্ট:

মেসি থাকলেও নেই রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পূর্ব নির্ধারিত দিনক্ষণ অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দ্য বেস্টের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করে ফিফা। যেখানে ইউরোপ ছেড়ে যাওয়া সুপারস্টার লিওনেল মেসি থাকলেও নেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। এদিকে কোচের তালিকায় আছেন ম্যানসিটির পেপ গার্দিওলা ও বার্সাকে বদলে দিতে লড়াই করা জাভি হার্নান্দেজ।

ভোটিং পদ্ধতি: ১৪ সেপ্টেম্বর সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশের পর সমর্থকরা ফিফার ওয়েবসাইটে গিয়ে পছন্দের খেলোয়াড়, কোচ ও গোলকিপারকে ভোট দিতে পারবেন। ৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই ভোট গ্রহণ।

পুরস্কার ঘোষণা: ফিফা এখনও পুরস্কার ঘোষণার সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানায়নি। তবে খেলাধুলাভিত্তিক একাধিক সংবাদ মাধ্যমের দাবি, ২০২৪ সালের শুরুর দিকে দেওয়া হবে পুরস্কার।

ফুটবলারের তালিকা: লিওনেল মেসি, মার্সেলো ব্রজোভিচ, কেভিন ডি ব্রুইনা, ইলকায় গুন্ডোয়ান, আর্লিং হালান্ড, রদ্রি, খভিচা কাভারাস্তখেলিয়া, কিলিয়ান এমবাপ্পে, ভিক্টর ওসিমহেন, ডেকলান রাইস, বার্নার্দো সিলভা

গোলকিপার: ইয়াসিন বুনো, থিবো কুর্তোয়া, এডারসন মোরালেস, আন্দ্রে ওনানা, টার স্টেগান

কোচ: পেপ গার্দিওলা, সিমোনে ইনজাগি, পোস্টেকোলো, লুসিয়ানো, জাভি হার্নান্দেজ

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR